সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় মন্ত্রণালয় পরিচিতি	০১-৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৪৭-৬৭
তৃতীয় অধ্যায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৬৮-৮২
চতুর্থ অধ্যায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮৩-৮৪
পঞ্চম অধ্যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৫-৮৬
ষষ্ঠ অধ্যায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮৭-৯২
সপ্তম অধ্যায় সেবা পরিদপ্তর	৯৩-৯৭
অষ্টম অধ্যায় ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৮
নবম অধ্যায় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৯৯-১০১
দশম অধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১০২-১৫৪
একাদশ অধ্যায় রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)	১৫৫-১৬০
দ্বাদশ অধ্যায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)	১৬১-১৬৮
ত্রয়োদশ অধ্যায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট	১৬৯-১৭২
চতুর্দশ অধ্যায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট	১৭৩-১৭৯
পঞ্চদশ অধ্যায় সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance)	১৮০-১৮২

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

ভূমিকা

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক আদর্শ প্রতিষ্ঠান তৈরির দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৭৭ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) আত্মপ্রকাশ করে । প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সালে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী এবং অপারেশনস্ গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা এবং কর্মসূচি উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা। নিপোর্ট গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। এছাড়া প্যারামেডিকস্, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

কর্মপরিধি

ক. প্রশিক্ষণ : জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিকস্, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক এবং কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে যা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। মৌলিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে এ সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে মাতৃমৃত্যু রোধ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করার লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ সেবা প্রদানকারী সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি প্যারামেডিকস্ প্রশিক্ষণ নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

খ. গবেষণা : গবেষণা হচ্ছে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা ও অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবীদের তথ্যের মূল উৎস। গবেষণা, মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমকে জাতীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্লানের আওতায় নিপোর্ট বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে, ইউটিলাইজেশন অপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি সার্ভে, আরবান হেলথ সার্ভে, পুরুষের জন্য ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, চাহিদাভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিপোর্টের গবেষণা শাখা বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ভের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিপোর্ট গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচকসমূহ মনিটর করা, জ্যামিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক (আপডেটেড) তথ্য প্রকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যু, মা ও শিশুর অপুষ্টি, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও তা নীতি নির্ধারকদের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল এবং কর্মবণ্টন-

নিপোর্ট ০১/০৭/১৯৯৭ইং সালে ৯৬৫টি জনবল নিয়ে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়। এর মধ্যে ৭৬৪টি পদ স্থায়ী হবে।

অবশিষ্ট টাস্কফোর্স বহির্ভূত ২০১টি পদ অন্তর্ভুক্ত থাকে। রাজস্ব খাতে আদেশের 'ঙ' ক্রমিকের শর্তানুযায়ী ২০১টি পদে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর গ্রহণ, পদত্যাগজনিত, মৃত্যুজনিত বা অন্য কোন কারণে শূণ্য হলে বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে। এরূপ ৯৮টি পদ শূন্য হওয়ায় টাস্কফোর্স সুপারিশ বর্হিভূত ১০৩টি পদ বিদ্যমান আছে। ফলে বর্তমানে অনুমোদিত পদ সংখ্যা (৭৬৪+১০৩)= ৮৬৭টি। এছাড়া দুটি নতুন পদ সৃষ্টি হওয়ায় মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা (৮৬৭+২)= ৮৬৯।

২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

অনুন্নয়ন খাত-

২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন খাতে তের কোটি চল্লিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, যার মধ্যে বার কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের অনুন্নয়ন খাতে পনের কোটি আট লক্ষ বার হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা হতে মোট তের কোটি সাতাশি লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

উন্নয়ন খাত

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে আট হাজার তিনশত পঁচাশি জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৪৮টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ সাত হাজার ছয়শত নব্বই জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৬৮টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন

নিপোর্ট জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১০ সময়ে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ১০০৬৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

গবেষণার ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচক মনিটর করা, জ্যামিতি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য প্রকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

নিপোর্ট জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু ও মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা জরিপসহ ২৮টি গবেষণা/সার্ভে, ২৬টি প্রতিবেদন ও প্রকাশনা ও ১৮টি কর্মশালা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ কোর্স/সভা আয়োজন করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে নিয়োজিত উচ্চ পর্যায়ে হতে তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং এ প্রশিক্ষণের প্রভাবে যথার্থভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য (Training Related) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

- ভবিষ্যতে নিপোর্ট স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করবে
- কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা প্রদানকারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ অথবা পুনঃপ্রশিক্ষণ নিপোর্ট পরিচালনা করবে
- কমিউনিটি প্যারামেডিকসদের ২ বছরব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ নিপোর্ট পরিচালনা করবে
- নিপোর্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণের গুণাবলী নিরূপণের জন্য প্রশিক্ষক ও গবেষক এর সমন্বয়ে ট্রেনিং রিলেটিড গবেষণা নিপোর্ট পরিচালনা করবে
- নিপোর্ট ২০১২ থেকে ২০১৬ মেয়াদে শিক্ষা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।